উজান ডিঙি

বাসুদেব দেব

পড়ার আগে ভাবো

জীবন তো নদীর স্রোতে ভাসা ছোট নৌকার মতো এগিয়ে চলে, বিপরীত স্রোতে ফিরে যায় না। কিন্তু কখনও কখনও মানব জীবনে মন উজানে ফিরে যায় তার হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির মাঝে ।

এখনো পিছনে ফিরে তাকালেই তোমাদের মতো বয়সে
পূর্ববাংলার ফেলে আসা সেই দিনগুলো কথা কয় যে
কীর্তনখোলা নদীর কিনারে বরিশাল জেটিঘাটে
একা সে বালক ঝাউবাগানের ছায়ায় এখনো হাঁটে
আমার তো হল এতটা বয়স, সে আছে তেমনি আজো
ছুটির দুপুরে আমবাগিচার নিবিড় পরিব্রাজক
ঝিলিমিলি রোদ জরিতে সাজানো পুজোর দালানে তার
ঘুরে ঘুরে দেখা প্রতিমার মুখ ফুরোয় না যেন আর
জেটিঘাট থেকে ছেড়েছে নৌকো দুধসকালেরও আগে
কতকাল গেল কে যেন জোনাক জ্বেলে আজো রাত জাগে
ওলটপালট হল ভূ-ভারত, পথ চেয়ে থাকে খোকা
দিনবদলের খেলা সে বোঝে না এখনও এমনি বোকা

তার ছেলেবেলা আজো করে খেলা শিশির শিউলি ঘাসে
একখানা মেঘ এখনো পুজোয় তার চিঠি নিয়ে আসে
সাবেকি টিকিটে কখনো কি যায় নতুন দিনের খাম,
বুকে করে তাকে রেখে দেয় শুধু স্মৃতিভরা অ্যালবাম ।

জেনে রাখো

উজান — স্রোতের বিপরীত দিক ।
ডিঙি — ছোট নৌকা ।
জেটি — জাহাজ থেকে মালপত্র ও যাত্রী নামাবার মঞ্চ ।
পরিব্রাজক — পর্যটক, অনবরত পর্যটন করে যে সন্ন্যাসী ।
সাবেকি — প্রাচীনকালের

কাব্য পরিচয়

দেশ বিভাগের যন্ত্রণা এই কবিতার প্রতিটি লাইনে মূর্ত হয়ে উঠেছে । কবির শৈশব ও কৈশোর কেটেছে বাংলাদেশের বরিশাল জেলার কীর্তন খোলা নদীর ধারে । নদীতে নৌকার আনাগোনা, পাড়েতে ঝাউবন, আমবাগান, শরতের মেঘে পূজার আমন্ত্রণ । রোদ ঝিল্‌মিল পূজার দালানে বালকের যাতায়াত, প্রতিমার মুখ দেখা । এসব কিছু একদিন হঠাৎ করে বদলে গেল । দেশ বিভাগের বেদনা নিয়ে সেই বালককে তার জন্মভূমি, তার একান্ত আপন আকাশ, বাতাস, প্রকৃতি পরিবেশকে চিরদিনের মত পরিত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য করে । দীর্ঘকালের ব্যবধানে শৈশব কৈশোরের সেই স্মৃতি এতটুকু ম্লান হয়নি বার বার ফিরে এসে কবির মনকে পরিব্রাজক করে নিয়ে যায় ফেলে আসা দিনগুলিতে । কবির এই স্মৃতিভরা সাবেকি মনটি এ যুগের নতুন আলোর পরশটুকু গ্রহণ করতে পারে না ।

পাঠবোধ

সঠিক শব্দের সাহায্যে খালি জায়গাগুলি ভরো

1. 'উজানডিঙি' কবিতাটির কবি .... ।

(বাসুদেব দেব, মুকুন্দ দাস)

2. কবি তাঁর বুকের মাঝে এখনো রেখে দেন শুধু .... অ্যালবাম ।

(স্মৃতিভরা, দুঃখভরা)

3. 'ডিঙি' শব্দটির অর্থ .... ।

(বড় নৌকা, ছোট নৌকা)

4. অনবরত পর্যটন করেন যে সন্ন্যাসী, তাঁকে .... বলে ।

(পর্যটক, পরিব্রাজক)

অতি সংক্ষেপে লেখো

5. কবিতাটিতে কোন্ নদীর কথা বলা হয়েছে ?
6. কবির শৈশব ও কৈশোর কোথায় কেটেছে ?
7. কবিকে কেন জন্মভূমি পরিত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছিল ?
8. কিসের খেলা কবি এখনো বুঝতে পারেন না ?
9. পুজোর চিঠি কিসের মাধ্যমে কবির কাছে পৌছায় ?

সংক্ষেপে লেখো

10. কোন কোন স্মৃতির মাঝে কবি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন ?

বিস্তারিত ভাবে লেখো

11. দেশ বিভাগের যে যন্ত্রণা কবিতাটিতে প্রকাশ পেয়েছে – তা তোমার ভাষায় লেখো ।
12. মানুষের জীবন বিপরীত দিকে না গেলেও, মন তার স্মৃতি পথে বিপরীত স্রোতে ভেসে যায়— এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'উজান ডিঙি' কবিতাটি । এ বিষয়ে তোমার মতামত লেখো ।
13. কিভাবে কবির মন স্মৃতির পাখনা মেলে অতীতের ফেলে আসা দিনগুলোতে আনাগোনা করেছে – তোমার মতো করে লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. **প্রায় সমোচ্চারিত শব্দগুলির অর্থ লিখে বাক্য রচনা করো**

মূক, মুখ	জল, জ্বল
দূত, দুধ	দীন, দিন

2. **বহুপদের একপদে পরিবর্তন করো**

যা বার বার জ্বলেছে	নদী যার মা
একই সময়ে বর্তমান	স্মৃতি জানেন যিনি
গঙ্গার সমীপে	মনে জমে যাহা

3. **কোনটি তৎসম, কোনটি তদ্ভব ও কোনটি অর্ধতৎসম শব্দ লেখো**

হাত	চন্দ্র	ভূমি
কেষ্ট	সাপ	নেমন্তন্ন

করতে পারো

বিদেশী শাসকদের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে আমাদের তৎকালীন রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে দেশকে দুইভাগে ভাগ করেছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশ-বিভাগের বলি হয়ে একসময়ে অসহনীয় জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে। দেশ-বিভাগের মর্মান্তিক পরিণতি তোমরা ঠাকুমা, দিদিমার কাছ থেকে জেনে নিতে পারো। জানো কি এখনো দেশের কোনো কোনো অংশে উদ্বাস্তুদের দুর্দশা দূর হয়নি।

তোমরা তোমাদের বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করবে। ছোট ছোট মনোমালিন্যই বিভেদের সৃষ্টি করে।